দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 JUL 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

ভিক্টোরিয়া কলেজের সমস্যা

দেশের অন্যতম সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ। কলেজটিতে বর্তমানে নানা সমস্যা বিরাজমান। এ কলেজে এখন আর আগের মত শিক্ষার তেমন পরিবেশ নেই। ১৮৯৯ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজটি প্রতিষ্ঠালাভের পর অদ্যাবধি নানা সমস্যার মধ্যেও দেশের অনান্য বিদ্যাপীঠ হিসেবে এটি এখনো পরিচিত। প্রতিবছরই এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা কৃতিত্বের সাথে শিক্ষাবোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে। এ কলেজের দু'টো শাখা রয়েছে— একটি উচ্চ মাধ্যমিক শাখা ও অন্যটি ডিগ্রী শাখা। এ দু'টো শাখার দূরত্ব তিন কিলোমিটারেরও বেশী। এ দূরত্ব অতিক্রমের জন্য প্রতিদিন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের দারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কারণ, তাঁদের যাতায়াতের জন্য কোন বাস বা যানবাহন নেই।

কুমিল্লা শহরের কেন্দ্রস্থল রানীর দীঘির পশ্চিমপাড়ে পুরাতন কলেজ অঙ্গনে উচ্চ মাধ্যমিক শাখার ক্লাস হয়।

বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য শাখার ১৬০০ ছাত্র-ছাত্রী এখানে অধ্যয়ন করে। শহরের পশ্চিম প্রান্তে ধর্মপুর নামক গ্রামে ভিক্টোরিয়া কলেজের ডিগ্রী শাখায় বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে সাতটি বিষয়ে অনার্সসহ বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রায় ২৫০০ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করে। উচ্চ মাধ্যমিক শাখার ছাত্রদের জন্য সীমিত আসনের ৩টি ও ডিগ্রী শাখার ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস রয়েছে। পরিতাপের বিষয় যে, ছাত্রীদের জন্য একটিমাত্র ছাত্রীনিবাস নির্মিত হলেও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তা চালু করা হচ্ছে না।

কলেজে প্রিন্সিপ্যাল ও ভাইস প্রিন্সিপ্যালসহ ৮৭ জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা রয়েছেন। শিন্তু ৭টি প্রফেসর পদের ৪টি, সহকারী প্রফেসর পদের ৪টি এবং প্রভাষকের ২টি পদসহ মোট ১৭টি গুরুপূর্ণ পদ বর্তমানে শূন্য থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় অনুবিধা হচ্ছে।

ব্রিটিশ আমলের তৈরী কলেজ ভবনসমূহে দারুণ ফাটল দেখা দিয়েছে। বহুদিন পূর্বেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এসব ভবন ব্যবহারে জন্য অনুপযোগী হিসোবে ঘোষণা দিয়েছেন। এগুলো ভেঙ্গে বহুতল ভবন নির্মাণের একান্ত প্রয়োজন।

কলেজ লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বই নেই। এর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লাইব্রেরীয়ান, ক্যাটালগার, লাইব্রেরী সহকারী, রেফারেন্স এসিসট্যান্ট কেউ নেই। কলেজের খেলাধূলার জন্য উপযুক্ত কোন খেলার মাঠ নেই। একটি পুরাতন ও জরাজীর্ণ ব্যায়ামাগার থাকলেও প্রয়োজনীয় উপকরণ না থাকায় তা অচল হয়ে আছে।

প্রস্তাবিত ইসলামের ইতিহাস, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, গণিত, উদ্ভিদ ও প্রাণীবিদ্যা এবং ইংরেজী—এ ৭টি বিষয়ে অনার্স খোলা একান্ত দরকার। বর্তমানে বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানসহ ৭টি বিষয়ের অনার্স কোর্স চালু থাকলেও এ বিষয়গুলোর জন্য প্রফেসর পদ শূন্যই রয়েছে।

বিজ্ঞানাগারে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি না থাকায় শিক্ষাদান দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমান সরকার ১৯৮৪-৮৫ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজকে একটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পরিণত করার কথা ঘোষণা করলেও তা আজো বাস্তবায়িত হয়নি।

—এম, জি, মাহফুম